বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল

PRO POOR STRATEGY
For
Water and Sanitation Sector in Bangladesh

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংশোধিত সেপ্টেম্বর ২০১৯

Local Government Division
Ministry of Local Government, Rural Development & Cooperatives
Government of People's Republic of Bangladesh

Revised in September 2019

মুখবন্ধ

চুড়ান্ত কৌশলপত্রে যুক্ত করা হবে

বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল

PRO POOR STRATEGY
For
Water and Sanitation Sector in Bangladesh

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংশোধিত সেপ্টেম্বর ২০১৯

Local Government Division
Ministry of Local Government, Rural Development & Cooperatives
Government of People's Republic of Bangladesh

Revised in September 2019

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ভূমিকা	৫
২। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল	৫
৩। হতদরিদ্র পরিবারের ব্যবহারিক সংজ্ঞা	৬
৪। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তর	৭
ক) নিরাপদ পানি সরবরাহ	৭
খ) স্যানিটেশন	৭
৫। হত দরিদ্র পরিবার সনাক্ত ও সংগঠিতকরণ	৮
ক) নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে হতদরিদ্র পরিবার/গুচ্ছ বসতি চিহ্নিতকরণ	৯
খ) স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে হতদরিদ্র পরিবার/গুচ্ছ বসতি চিহ্নিতকরণ	১০
৬। ভর্তুকি পরিচালনা পদ্ধতি	১০
৭। অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ	১১
ক) ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা ও কর্মসংস্থান	১১
খ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	১১
গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি	১১
৮। উপসংহার	১২

১। ভূমিকা

১.১ তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয়কে স্বীকৃতি দিয়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের দরিদ্র সহায়ক কৌশল প্রণীত হয়েছে। **প্রথমতঃ** প্রবৃদ্ধির সুবিধা যেহেতু সমভাবে বন্টন হচ্ছে না- সেহেতু 'দারিদ্রকে সরাসরি মোকাবেলা করা প্রয়োজন। **দ্বিতীয়তঃ ১৯৯৮** সনের জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালায় ক্রমান্বয়ে ভর্তুকি হ্রাস করার পাশাপাশি হতদরিদ্রদের জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (Safety net) গ্রহণ করা দরকার। **তৃতীয়তঃ** ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৬ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে 'কাউকে পিছনে রেখে নয়, সকলের জন্য সব সময়' টেকসই ও মানসম্পন্ন নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

যেখানে জাতীয় আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৮.১৪ (আট দশমিক এক চার) ভাগ, সেখানে দারিদ্র্য হ্রাসের হার মাত্র ১.২ (এক দশমিক দুই) ভাগ, আয় বৃদ্ধির সুবিধা সুষম বন্টন না হওয়ার কারণে এই সুবিধা দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখছে না। অন্যদিকে অসম্যতার সূচক ২০১০ সালে .৪৫৮ যা ২০১৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ০.৪৮৩ অর্থাৎ সমাজে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান উর্ধ্বগামী। এখন পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৪.৩ (চব্বিশ দশমিক তিন) ভাগ দরিদ্র এবং শতকরা ১২.৯ (বার দশমিক নয়) ভাগ হতদরিদ্র (হেইজ ২০১৬)। দেশের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষ নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত (safely managed) পানি প্রাপ্তিতে প্রবেশাধিকার পেলেও শতকরা ৯৮ ভাগ মানুষ শুধুমাত্র মৌলিক নুন্যতম চাহিদা পূরণ করতে পারছে। দেশের শতকরা ৯৯.৫ (নিরানব্বই দশমিক পাঁচ)ভাগ জনগণ ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল। যা দিন দিন উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে (সদ্য প্রণীত WSSP 2019)। প্রায় সাড়ে তিন কোটি পরিবার আনুমানিক এক কোটি একাত্তুর লক্ষ নলকূপ হতে খাবার পানি সংগ্রহ করে। তবে, এসকল নলকূপগুলোর মধ্যে আনুমানিক দেড় কোটি নলকূপ হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানায়। তাই দেখা যাচ্ছে, ২ কোটি ৪০ লক্ষ পরিবারের জন্য আনুমানিক আঠার লক্ষ 'কমিউনিটি' নলকূপ রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে গরীব জনসংখ্যার একটি বড় অংশের নিরাপদ পানির উৎসের উপর তাদের কোন মালিকানা নেই। তাই তাদেরকে নিরাপদ পানির প্রয়োজন মেটানোর জন্য সমাজের অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারের উপর নির্ভর করতে হয়। ২০০৩ সালের স্যানিটেশন বেইজলাইন জরিপ মতে স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে বর্তমান সেবার পরিধি (Coverage) শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ। বর্তমানে তা প্রায় শতভাগে দাড়িয়েছে। তবে তার মধ্যে ন্যূনতম সুবিধার আওতাভুক্ত ৪৭ ভাগ, সীমিত সুবিধার আওতাভুক্ত ২২ ভাগ, অনুন্নত সুবিধার আওতাভুক্ত ৩১ ভাগ পরিবার এবং নিরাপদ ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত পরিবারের তথ্য নেই। উল্লেখ্য যে, এদেশে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩১ জন এবং নবজাতকের (infant) মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ২৪ জন (SVRS Report 2017)। অন্যদিকে মাতৃ মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ১.৬৯ জন (SVRS Report 2018) । হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশী। দরিদ্র সহায়ক সেক্টরে গতানুগতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিবর্তে সবচেয়ে পেছনের ব্যক্তিকে সামনে আনার এই পদ্ধতিকে বলা হয় দারিদ্রকে সরাসরি মোকাবেলা করা।

২। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে দরিদ্র সহায়ক কৌশল

২.১ বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে দরিদ্র সহায়ক কৌশলের ভিত্তি হচ্ছে ন্যূনতম পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নেই - এমন পরিবার বা বসতিগুলোকে চিহ্নিত করা। তারপর তাদের মধ্যে থেকে হতদরিদ্রদের শনাক্ত করে যত দ্রুত সম্ভব তাদের পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টন করতে হবে। এ ছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় হতদরিদ্রদের মতামত গ্রহণ এবং পানির উৎস ও স্যানিটেশন পরিকাঠামোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে তাদেরকে দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্রকে সরাসরি মোকাবেলার প্রক্রিয়ায় মৌলিক চাহিদার নূন্যতম সেবা প্রদান করতে হবে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নিরাপদ পানীয় জলকে গোষ্ঠীগত (Community) সম্পদ, আর স্যানিটেশনকে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তবে কমিউনিটিভিত্তিক স্যানিটেশন সুবিধাদি যেমন: কমিউনিটি ল্যাট্রিনকে গোষ্ঠীগত সম্পদ হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।

২.২ পানি ও স্যানিটেশনের দরিদ্র সহায়ক সেবা কৌশল ৪টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এগুলো হচ্ছে:

(১) হতদরিদ্র পরিবারের ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রদান;

(২) মৌলিক ন্যূনতম সেবাকে সংজ্ঞায়িত করা;

(৩) দরিদ্র পরিবারকে সনাক্ত এবং সংগঠিত করা এবং

(৪) ভর্তুকি পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ।

তৃণমূল পর্যায়ের সুবিধাভোগী, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, নীতি নির্ধারক, বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে ধারাবাহিক ও বহুমূখী আলোচনার ফসল হিসেবে ইতোপূর্বে প্রণীত আলোচ্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলটি এসডিজি ৬ এর আলোকে সংশোধন করা হলো।

৩। হতদরিদ্র পরিবারের ব্যবহারিক সংজ্ঞা

৩.১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রথমতঃ খাদ্য গ্রহণের ন্যূনতম জীবন ধারণ স্তর (Subsistence level) ও এর মূল্য, দ্বিতীয়তঃ পারিবারিক আয় ও জরিপের মাধ্যমে যাদের আয় ঐ স্তরের নিচে তাদের সনাক্ত করার পদ্ধতি ব্যবহার করে দরিদ্র ও হতদরিদ্রের সংজ্ঞা প্রদান করেছে। কিন্তু এ সংজ্ঞা ব্যবহার করে যে কোন দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর অভীষ্ট দল (Target group) চিহ্নিত করা কঠিন। এজন্য বিস্তারিত প্রশ্নমালার (Questionnaires) মাধ্যমে কর্মসূচীভুক্ত সকল পরিবারের আয়ের পরিমাণ নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসংখ্যা জরিপ প্রয়োজন। তবে এই পদ্ধতি হবে ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ হলেও সরকার দেশের সকল খানা ও খানার সদস্যদের আর্থ-সামাজিক ও জনতাত্বিক তথ্য-উপাত্ত, খানার কাঠামোগত অবস্থা, পরিসম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত তথ্য ভাণ্ডার (ডাটাবেইজ) গড়ে তোলার নিমিত্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে National Household Database (NHD) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। Proxy Mean Test-Formula (PMTF) পদ্ধতি ব্যবহার করে এ প্রকল্পের আওতায় তৈরি এ তথ্য ভাণ্ডার এর মাধমে প্রতিটি খানার আর্থ-সামাজিক অবস্থার নির্দেশক স্কোর জানা যাবে। এর মাধ্যমে সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচন এবং এগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন, অতি দরিদ্রদের লক্ষ্যভুক্তকরণ, দ্বৈততা (overlapping) বন্ধসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা সহজতর হবে। যার ফলে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন ও পরিসংখ্যান ব্যবহারকারীদের তথ্যের চাহিদা পূরণ সহজতর হবে। সর্বোপরি, এ তথ্য ভাণ্ডার সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সকল কর্মসূচিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারবে। তবে প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। এ কারণে হতদরিদ্র পরিবারের তথ্য-উপাত্ত পেতে আরো কিছুটা সময় লাগতে পারে।

৩.২ যতদিন পর্যন্ত না এ তথ্য ভাণ্ডারটি কর্ম-উপযোগী হচ্ছে, ততদিন খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ও ত্রাণ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত 'মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১২-১৩' এর নির্দেশনানুসারে তালিকাভুক্ত হতদরিদ্র পরিবারকে অভীষ্ট (Target) হিসেবে চিহ্নিতক্রমে পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত ভর্তুকি সরাসরি প্রদান করা যেতে পারে। উল্লেখিত নির্দেশিকা অনুসারে নিম্নোক্ত শর্তাবলীর মধ্যে কমপক্ষে চারটি শর্ত পূরণকারী পরিবারকে হতদরিদ্র হিসেবে ভর্তুকি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(১) যে পরিবারের মালিকানায় কোন জমি নেই বা ভিটাবাড়ি ছাড়া কোন জমি নেই;

(২) যে পরিবার দিনমজুরের আয়ের উপর নির্ভরশীল;

(৩) যে পরিবার মহিলা শ্রমিকের আয় বা ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল;

(৪) যে পরিবারে উপাজনক্ষম পূর্ণ বয়স্ক কোন পুরুষ সদস্য নেই এবং পরিবারটি অসচ্ছল;

(৫) যে পরিবারে স্কুলগামী শিশুকে উপার্জনের জন্য কাজ করতে হয়;

(৬) যে পরিবারে উপার্জনশীল কোন সম্পদ নেই;

(৭) যে পরিবারের প্রধান স্বামী পরিত্যক্তা, বিচ্ছিন্ন বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং পরিবারটি অসচ্ছল;

(৮) যে পরিবারের প্রধান অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা;

(৯) যে পরিবারের প্রধান অসচ্ছল ও অক্ষম প্রতিবন্ধী ;

(১০) যে পরিবার কোন ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্ত হয়নি;

(১১) যে পরিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে চরম খাদ্য/অর্থ সংকটে পড়েছে;

(১২) যে পরিবারে বছরের অধিকাংশ সময় দু'বেলা খাবার পায় না।

উল্লিখিত পদ্ধতিতে হতদরিদ্র পরিবার বাছাই করতে আলাদা কোন পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হবে না। কেননা, প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে এভাবেই হতদরিদ্র পরিবার বাছাই করে মানবিক সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। যার ফলে প্রায় প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানই এ পদ্ধতির সাথে অত্যন্ত ওয়াকিবহাল এবং বহুলভাবে ব্যবহৃত। যেহেতু, দারিদ্রকে সরাসরি মোকাবেলার প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে হতদরিদ্র পরিবারের ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রদান করা। এমন একটি সংজ্ঞা প্রয়োজন যা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সহজেই বুঝতে ও বাস্তবায়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে উপরোক্ত পদ্ধতিতে হতদরিদ্র পরিবার বাছাই করে ভর্তুকী কর্মসূচীর মূল অভীষ্ট দল (Target group) চিহ্নিতক্রমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার সুফল যাতে এই অভীষ্ট দল পায়- তা নিশ্চিত করতে হবে।

তবে কোন এলাকায় 'মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩' অনুযায়ী হতদরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করা হয়ে না থাকলে নতুন করে এ নির্দেশিকা অনুসরণে হতদরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূলীয় লবনাক্ত এলাকা, চর, হাওড়, বরেন্দ্র অঞ্চল, আর্সেনিকপ্রবণ এলাকা এলাকার হতদরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এ সকল শর্তের বিষয়ে কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে[১]।

৪। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তর

এ কৌশলপত্রের ৩.৩ উপঅনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী চিহ্নিত হতদরিদ্র পরিবারে জাতীয় পানি বিধি, ২০১৮ এবং এসডিজি'র নির্দেশনা অনুসারে নিম্নলিখিতভাবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাদি না থাকলে তারা মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে আছে বলে বিবেচিত হবে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে এসকল পরিবারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে:

ক) নিরাপদ পানি সরবরাহ:

নিরাপদ পানি মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তর বলতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পানিকে গণ্য করা হবে:

১) খাবার, রান্না-বান্না এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তর হচ্ছে প্রতিদিন মাথাপিছু ৫০ লিটার;
২) নিরাপদ পানির উৎস হবে বাড়ির উঠান থেকে ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে সংগ্রহযোগ্য;
৩) নিরাপদ পানি অবশ্যই জাতীয়ভাবে নির্ধারিত পানির গুণগত মান পূরণ করবে।

খ) স্যানিটেশন:

নিরাপদ স্যানিটেশন সেবার মৌলিক স্তর বলতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পায়খানাকে বোঝাবে:

১) মলকে আবদ্ধ রাখা;
২) ল্যাট্রিনের মুখ বন্ধ রাখার কার্যকর ব্যবস্থা রাখা যাতে করে মশা-মাছি, পোকা-মাকড়ের প্রবেশ বন্ধ হয়। যার ফলে মল হতে রোগ জীবানু বিস্তারের চক্রটি বন্ধ হবে;
৩) ল্যাট্রিন দুর্গন্ধমুক্ত করার জন্য যথাস্থানে ভেন্ট পাইপ (Vent pipe) বসিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস বের হওয়ার ব্যবস্থা করে ল্যাট্রিনকে স্বাস্থ্যসম্মত করা। যা নিয়মিত স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে।

[1] National Strategy for Water Supply and Sanitation: Hard to Reach Areas of Bangladesh, December 2012 এ উল্লিখিত এলাকা।

৪) নিরাপদ ব্যবস্থাপনাসমৃদ্ধ স্যানিটেশনের জন্য প্রত্যেক পরিবারে ব্যক্তিগত ল্যাট্রিন সুবিধা থাকা জরুরী যা অন্য পরিবারের যাথে যৌথভাবে ব্যবহার করা হবে না এবং ল্যাট্রিনের পয়ঃবর্জ্য স্বস্থানে এবং/অথবা অন্যত্র নিরাপদে পরিবহন করে যথাযথভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে।

(৫) তবে, স্থানের অভাবে এবং অন্যান্য কারণে প্রতিটি পরিবারের জন্য একটি করে "স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা" স্থাপন সম্ভব না হলে সে অবস্থায়, ঐ সকল পরিবার হয় অন্যের পায়খানা (অনধিক দুইটি পরিবার/দশ জন) বা কমিউনিটি ল্যাট্রিন যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা সাপেক্ষে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৬) স্যানিটেশন বলতে নিরাপদ ও টেকসই উপরিকাঠামোসহ ল্যাট্রিন অবকাঠামো বুঝানো হবে। (সকলের জন্য ব্যবহার উপযোগী ও টেকসই বিশেষতঃ নারীর জন্য নিরাপদ উপরিকাঠামোসহ ল্যাট্রিন অবকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে)।

৫। হতদরিদ্র পরিবার সনাক্ত ও সংগঠিতকরণ

৫.১ জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পলিসি ১৯৯৮ অনুযায়ী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হয়েছে। সে অনুসারে দরিদ্র সহায়ক কৌশলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনকে হতদরিদ্র পরিবার সনাক্ত বা সংগঠিতকরণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া এ কৌশলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মতামত নেয়ার কথাও বলা হয়েছে। এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিম্নবর্ণিত ধাপ অনুসরণ করতে হবে:

৫.২ ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে ইউনিয়ন স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (ওয়াশ) বিষয়ক স্থায়ী কমিটি দুর্যোগ ও ত্রাণ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত 'মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১২-১৩' এর নির্দেশনানুসারে হতদরিদ্র পরিবারের তালিকা সংগ্রহ করবে। এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত পরিবারের মধ্যে যারা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত ন্যূনতম মৌলিক সেবার নিচে আছে, তাদের ওয়ার্ড ভিত্তিক তালিকা ওয়ার্ড সভায় আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য উপস্থাপন করবেন। এ সভায় ওয়ার্ড পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা, উন্নয়ন কর্মী বা সুশীল সমাজের সদস্যদের উপস্থিতি ও সহযোগিতায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা সংক্রান্ত ভর্তুকি প্রদানের জন্য যোগ্য হতদরিদ্রদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে তা অনুমোদনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নিকট দাখিল করবে। ইউনিয়ন পরিষদ অবশ্যই এই তালিকা নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে তালিকা সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকলে তা সংশোধনের জন্য দরখাস্ত পেশ করার জন্য আহবান জানাবে। উপজেলা পরিষদ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি পরিবীক্ষণ করবে। তালিকায় কোন ত্রুটি চিহ্নিত হলে উপজেলা পরিষদ ত্রুটিমুক্ত করার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা সংক্রান্ত ভর্তুকি প্রদানের জন্য 'যোগ্য হতদরিদ্র পরিবারদের তালিকা' সংশোধন ও চূড়ান্ত করবে।

৫.৩ একই পদ্ধতি সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব আইন/বিধি-বিধান অনুসরণ করতে পারবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিসমূহ স্থানীয় জনগন, উন্নয়ন কর্মী এবং সুশীল সমাজের সদস্যদের সাথে আরেঅচনা করে ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করে তা যাচাই-বাছাই এবং অনুমোদনের জন্য পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সভায় উপস্থাপন করবে। পৌরসভা/সিটি করর্পোরেশন অবশ্যই নোটিশ বোর্ডে তালিকা প্রকাশ করে তালিকা সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকলে তা সংশোধনের জন্য দরখাস্ত পেশ করার জন্য আহ্বান জানাবে। পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি পরিবীক্ষণ করবে।

৫.৪ গ্রাম/মহল্লার পাড়ায় কাছাকাছি বসবাসরত হতদরিদ্র পরিবারগুলোর বসতি চিহ্নিত করা হবে। চিহ্নিত এ বসতির মধ্য হতে সন্নিহিত এলাকায় বসবাসরত অনধিক ১০টি বসতি নিয়ে একেকটি গুচ্ছ গঠন করা হবে। বসতির বিভিন্ন স্তরকে নিম্নবর্ণিতভাবে দেখানো যেতে পারে:

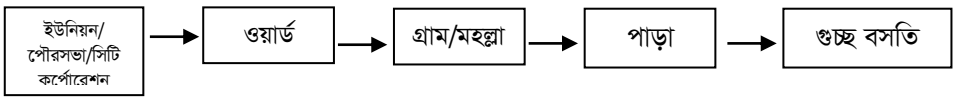

৫.৫ ইউনিয়ন/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এর ওয়ার্ড সভা গুচ্ছ বসতিগুলি চিহ্নিত করার দায়িত্ব পালন করবে এবং মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তরের বসতিগুলো মধ্যে পড়ে কিনা তা নিরূপণ করবে। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে এ নিরূপণের বিষয়টি পৃথকভাবে করা হবে এবং নিম্নলিখিত পর্যায়গুলো অনুসরণ করা হবে:

ক) নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে হতদরিদ্র পরিবার/গুচ্ছ বসতি চিহ্নিতকরণ

যে সকল পরিবার মৌলিক পানি সরবারহ সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থান করছে ইউনিয়ন/পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন-এর ওয়ার্ড সভা সে সকল পরিবার শনাক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে এবং এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসৃত হবে:

১) যে সকল পরিবারের ব্যক্তিগত (Private) নলকূপ আছে-তাদের শনাক্তকরণ;

২) ব্যক্তিগত নলকূপবিহীন পরিবার শনাক্তকরণ। এক্ষেত্রে যে সকল পরিবার অন্যের পানির উৎস অথবা কমিউনিটি পানির উৎস ব্যবহার কওে তাদেরকে বিবেচনায় নিতে হবে;

৩) গুচ্ছ বসতিগুলোতে যে সকল কমিউনিটি পানির উৎস আছে তা শনাক্তকরণ;

৪) গুচ্ছ বসতির যে সকল পরিবারের ব্যক্তিগত পানির উৎস নেই সে সকল পরিবারকে কমিউনিটি পানির উৎসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিতে হবে;

৫) এই অংক যদি ১০-এর উপরে হয় তবে এ গুচ্ছ বসতিসমূহ 'মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তরের নিচের গুচ্ছ বসতি' হিসেবে গণ্য করা হবে। আর যদি এই অংক ১০-এর নিচে হয় তবে এ গুচ্ছ বসতি 'মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তরের উপরের গুচ্ছ বসতি' হিসেবে গণ্য করা হবে।

৬) এর ফলে দু'ধরণের গুচ্ছ বসতি পাওয়া যাবে: ক) মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তরের উপরের গুচ্ছ বসতি এবং খ) মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তরের নিচের গুচ্ছ বসতি। এই গুচ্ছ বসতি সনাক্তকরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: ক) সার্বিক পানির সরবরাহ সেবার পরিধি বৃদ্ধি করা, খ) দরিদ্র এবং হতদরিদ্র পরিবারকে পানি সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং গ) দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারদের ভর্তুকি দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা। মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থানরত গুচ্ছ বসতি ইউনিয়ন/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন, বা অন্যান্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা (যেমন: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসা) কর্তৃক কমিউনিটি পানির উৎস প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

৭) কোন গুচ্ছ বসতিতে যে সকল পরিবারের ব্যক্তিগত পানির উৎস আছে তাদেরকে 'অ-ব্যবহারকারী দল (non-user group)' এবং যাদের ব্যক্তিগত পানির উৎস নেই তাদেরকে "ব্যবহারকারী দল (user group)" হিসেবে গণ্য করা হবে। ব্যবহারকারী দলের মধ্যে যে সকল হতদরিদ্র পরিবার আছে তারা "অভীষ্ট দল (Target group)" হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

৮) দরিদ্র সহায়ক কৌশল হলো মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তর এর নিচের গুচ্ছ বসতির মধ্যে শুধুমাত্র অভীষ্ট দলকেই ভর্তুকি প্রদান করা। মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তরের উপরের গুচ্ছ বসতির মধ্যে কোন দরিদ্র/হতদরিদ্র থাকলে তারা ভর্তুকির আওতায় আসবে না।

৯) প্রতিটি গুচ্ছ বসতির ক্ষেত্রে একজনকে নির্বাচিত বা মনোনীত করা হবে যিনি কমিউনিটির দরিদ্রতম অংশের মতামতকে তুলে ধরবেন। এই মতামতের মধ্যে থাকবে পানির উৎস নির্বাচন, বিনিয়োগে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়াদি, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ভূমিকা পালন এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে টেকসই করার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন ও বাস্তবায়ন। এ ব্যক্তিটিই হবেন "গুচ্ছ বসতির নেতা"। তাই প্রতিটি পাড়ায় এর ধরনের ৪/৫ জন 'গুচ্ছ নেতা' থাকবেন। এই গুচ্ছ বসতির নেতাগণ তাদের মধ্যে থেকে একজন নেতা নির্বাচন করবেন যিনি হবেন "পাড়া নেতা"। এভাবে একটি গ্রাম/মহল্লায় ২/৩ জন 'পাড়া নেতা' থাকবেন। গ্রাম/মহল্লা পর্যায়ে নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড সভা পুরুষ-মহিলার ভারসাম্যের বিষয়টি নিশ্চিত করবে যাতে করে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশের নেতৃত্ব মহিলাগণ পায়।

১০) ইউনিয়ন/পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন ওয়াশ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভায় কোন গ্রাম/মহল্লা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাম/মহল্লা নেতার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হবে। ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন ওয়াশ সংক্রান্ত কমিটির সভায় তারা স্থায়ীভাবে আমন্ত্রিত হবেন।

খ) স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে হতদরিদ্র পরিবার/গুচ্ছ বসতি চিহ্নিতকরণঃ

যে সকল পরিবার মৌলিক স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থান করছে ইউনিয়ন/পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন-এর ওয়ার্ড সভা সে সকল পরিবার সনাক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে এবং এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসৃত হবে:

১) যে সকল পরিবারের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে- তাদের শনাক্ত করা। মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তরে নেই- এমন পরিবারের তালিকা হতে তাদেরকে বাদ দিতে হবে।

২) যে সকল পরিবারের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই এবং তারা হয় অস্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে অথবা উন্মুক্তস্থানে মল ত্যাগ করে-এমন পরিবারকে শনাক্ত করা। এ সকল পরিবারকে মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থানকারী পরিবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩) যে সকল পরিবারের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই, অথচ অন্যের পায়খানা ব্যবহার করে- তাদেরকে শনাক্ত করা। যদি দুই এর অধিক পরিবার অথবা ১০ জনের অধিক ব্যক্তি একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে-সেক্ষেত্রে ঐ সকল পরিবারের মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থানকারী পরিবার বলে বিবেচিত হবে।

৪) যে সকল পরিবারের নিজেদের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই, কিন্তু কমিউনিটি ল্যাট্রিন ব্যবাহর করে তাদেরকে শনাক্ত করা। যদি কমিউনিটি ল্যাট্রিনের (একের অধিক ল্যাট্রিনের সমন্বয় গঠিত ল্যাট্রিনের ক্ষেত্রে) প্রতিটি ল্যাট্রিনের ব্যবহারকারীর সংখ্যা গড়ে ১০ জনের অধিক হয়, সেক্ষেত্রে তারা মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থানকারী পরিবার বলে বিবেচিত হবে।

৫) কোন গ্রামে/মহল্লায় যে সকল পরিবার স্যঅনিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থান করছে, তারা 'যোগ্য দল' ভুক্ত বলা হবে। এই 'যোগ্য দল'- এর মধ্যে হতদরিদ্র পরিবারগুলো 'অভীষ্ট দল (Target group)' হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

৬) একমাত্র 'অভীষ্ট দল (Target group)' কেই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণের ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেয়া হবে।

৫.৬ স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (Policy Support Branch, PSB) এ কৌশলটি ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনসমূহে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ বিষয়ক অগ্রগতি মূল্যায়নসহ এ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় নথিভুক্ত করে পরবর্তীতে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে "দরিদ্রদের মতামত" দেয়ার পদ্ধতি হিসেবে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেবে।

৬। ভর্তুকি পরিচালনা পদ্ধতি

(১) জাতীয় খরচাপাতি ভাগাভাগি কৌশল, ২০১২ (National Cost Sharing Strategy for Water Supply Sanitation in Bangladesh, 2012) অনুযায়ী উপকারভোগী পরিবার দরিদ্র, হতদরিদ্র কিংবা দরিদ্র নয় অর্থাৎ যে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন প্রকল্পের সুবিধাভোগী অংশ হিসেবে মূল বিনিয়োগের (capital cost) দশ শতাংশ তাকে প্রদান করতে হয়। তবে দরিদ্র সহায়ক কৌশল অনুযায়ী **'অভীষ্ট দল** (Target group)' অর্থাৎ মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচের গুচ্ছ বসতিতে বসবাসরত হতদরিদ্রদের ক্ষেত্রে কোন চাঁদা প্রযোজ্য হবে না। সরকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বা বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের পক্ষে শতভাগ ভর্তূকী পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে হতদরিদ্র পরিবারকে কোনরূপ সহায়ক চাঁদা পরিশোধ করবে না।

(২) ভৌগলিক অবস্থান ও প্রযুক্তিভেদে কমিউনিটিতে হতদরিদ্র পরিবারের জন্য পানীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার সরকারের পক্ষে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে বহন করতে

হবে। তবে এসকল কাজে কি ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে এবং তার নির্মাণ ব্যয় কত হবে, তা স্থানীয় বাস্তবতায় হেরফের হতে পারে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েই হতদরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ দিতে হবে।

(৩) কোন হতদরিদ্র পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্য থাকলে, সে পরিবারকে ওয়াশ সুবিধা দানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

(৪) 'ব্যবহারকারী দল' পাড়া/মহল্লা পর্যায়ে, ওয়ার্ড সভা ওয়ার্ড পর্যায়ে এবং ওয়াশ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়াশ সম্পদ নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে তা টেকসই করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

(৫) পাড়া/মহল্লা পর্যায়ে 'ব্যবহারকারী দল' পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের শতভাগ বহন করবে। এ ব্যয় সকল ব্যবহারকারী পরিবার দিয়ে ভাগ করে পরিবার পিছু যে পরিমাণ দাড়াবে, তার শতকরা ৫০ ভাগ প্রতিটি হতদরিদ্র পরিবার বহন করবে। হতদরিদ্র পরিবারের অবশিষ্ট ৫০ ভাগ হতদরিদ্র নয় এমন পরিবারের মধ্যে পুনরায় সমহারে বন্টন করে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় মিটানো হবে। তাছাড়া হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর শ্রমের মাধ্যমে সহায়ক চাঁদা পরিশোধের সুযোগ প্রদান করতে হবে।

(৬) প্রযুক্তিভেদে এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিবার প্রতি ধার্য্যকৃত ব্যয় অনেক সময় হতদরিদ্র পরিবারের সামর্থের বাইরে চলে যেতে পারে। তাই পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হতদরিদ্র পরিবার কর্তৃক প্রদেয় সহায়ক চাঁদার পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ মাসিক ২৫ টাকা।

(৭) পাড়া/মহল্লা নেতা সহায়ক চাঁদা আদায় এবং নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবেন। ওয়ার্ড সভা এই কার্যক্রম পরিবীক্ষণ (Monitor) করবে।

৭। অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ

ক) ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা ও কর্মসংস্থান:

১) যে সকল এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা পৌছায়নি বা পৌছালেও তা সবাই পায়নি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সংকটের বিষয়টি বিবেচনায় সে সকল এলাকায় স্বল্পসুদে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দেশব্যাপী বিস্তৃত। তাদের কর্ম এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের চাহিদা মিটানোর ক্ষেত্রে এ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২) বিভিন্ন সরকারী এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমে দরিদ্রদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ক্ষেত্রেও তারা নিয়ম মাফিক অবদান রাখতে পারে।

খ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:

ওয়ার্ড সভা মাসিকভিত্তিতে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হতে হবে। এই সভার লিখিত কার্যবিবরণী ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের নিকট দাখিল করতে হবে, যেখানে সাধারণভাবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উল্লেখ ছাড়াও হতদরিদ্রদের বিষয়টিও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনও নির্ধারিত পদ্ধতিতে হতদরিদ্র ও নিম্ন আয়ের নাগরিকদের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত হচ্ছে কিনা-তা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।

গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি:

ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়াশ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে ওয়ার্ড সভার সদস্যদের ব্যাপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে সাধারণভাবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের গুরুত্বের পাশাপাশি সুনির্দিষ্টভাবে দরিদ্র সহায়ক কৌশলের আলোকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। একইভাবে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনও তাদের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সঙক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ কৌশল বাস্তবায়নে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিও জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮। উপসংহার

এটা আশা করা যায় যে, হালনাগাদকৃত এই দরিদ্র সহায়ক কৌশলটি নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা বঞ্চিত হতদরিদ্র পরিবারকে গুণগত মানসম্পন্ন নিরাপদ পানি সরবরাহ ও টেকসই স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনতে সহায়ক হবে। দরিদ্র বিমোচনে এ কৌলপত্র সফল করতে সম্পদ বন্টন ও মূলধন ব্যয়ের অংশ বহনের (cost sharing) ক্ষেত্রে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। হালনাগাদকৃত এ কৌশলপত্র অনুসরণে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে হতদরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন সম্ভব হবে।

প্রথম প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫: ইউনিট ফর পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন (ইউপিআই)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
First Published in Februay 2005 by Unit for Policy Implementation (UPI)
Local Government Division

দ্বিতীয় প্রকাশনা, জুন ২০০৮: পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
Second Published by June 2008: Policy Support Unit (PSU)
Local Govenment Division

তৃতীয় প্রকাশনা, সেপ্টেম্বর ২০১৯: পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
Third Published in September 2019: Policy Support Branch (PSB)
Local Govenment Division